بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৪/০৩ বৃহস্পতিবার, ২৫ রবিউস সানি, ১৪৪২ হিজরী ১০/১২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভাসানচরে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জোরপূর্বক নির্বাসন জাতীয়তাবাদের কুৎসিত চেহারাকে উন্মোচিত করেছে

নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতিতে নির্দয় হাসিনা সরকার বঙ্গোপসাগরের এক পরিত্যক্ত ও বন্যা-প্রবণ দ্বীপ ভাসানচরে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠানো শুরু করেছে। এই ঝুঁকিপূর্ণ দ্বীপে গত মে মাসে পাঠানো তিনশত রোহিঙ্গা মুসলিম ইতিমধ্যেই শোচনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করছে। ন্যূনতম জীবনযাপনের দাবিতে মাস কয়েক আগে যখন তারা অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিল তখন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এমনকি শিশুরাও তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি *("রোহিঙ্গা মুসলিমগণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘটে নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে"*, আল-জাজিরা, ৮ই অক্টোবর, ২০২০)। সুতরাং, ভাসানচর মূলত একটি 'গণ কারাগার', যেখানে মুসলিম শরণার্থীদের সাথে পশুর মত আচরণ করা হয়। এটির অবস্থা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তদানীন্তন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নির্যাতন কারাগারের ('কালাপানি') চেয়ে কোন অংশে কম নয়, যেখানে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদেরকে যাবজ্জিবন কারাবন্দি করা হতো এবং শাস্তি দেয়া হতো।

অভিভাবকহীন রোহিঙ্গা মুসলিমগণ ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকারের নোংরা রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছে। প্রথমদিকে হাসিনা সরকার ২০১৬ সালে মিয়ানমারের গণহত্যার কবল থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু, বাংলাদেশের মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতির ভয়ে ভীত হয়ে সরকার পরবর্তীতে তাদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে যদিওবা তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে পশুর জন্য উপযোগী ক্ষুদ্র ও নোংরা ক্যাম্পে আবদ্ধ রেখেছে ও তাদের নামে আগত ত্রাণ তহবিলসমূহ লুট করছে, তথাপিও এই ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকার কৌশলে ও ধীরে ধীরে এসব অসহায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষের বিষাক্ত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, একদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এসব অসহায় মুসলিমদের দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে ও নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বাধ্য করছে; অন্যদিকে, এসব দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ভীতি ও শত্রুতার জন্ম দিতে হাসিনা সরকার চাটুকার কিছু বুদ্ধিজীবী ও বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া চ্যানেলসমূহকে ব্যবহার করছে যাতে তাদেরকে ভাসানচর বা প্লাবিতচর নামক দুর্গম দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানোর ঘৃণ্য প্রকল্পটি ন্যায্যতা পায়। দেশের জনগণের মধ্যে এই কৃত্রিম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তৈরি করা হচ্ছে (বিশেষতঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে), যেন এই ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম ২০ কোটি জনসংখ্যার দেশে খাদ্য ও কর্মসংস্থান সংকট তৈরি করবে! যেন দশকের পর দশক ধরে চলমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারসমূহের দুঃশাসন ও লুণ্ঠন দেশের আর্থ-সামাজিক দুর্দশার জন্য যথেষ্ট ছিল না! সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের জনগণ যখন ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, তখন হাসিনা সরকার এই পঁচে যাওয়া ব্যর্থ জাতীয়তাবাদের পিঠে আরোহন করে নিজের সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করছে, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ: * وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ* **"আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য"** [সূরা আল-আনফাল: ৭২], এবং এই 'শরণার্থী' সম্পর্কে আমাদের জনগণের মধ্যে যে ভাতৃত্ব ও মানবতাবোধ রয়েছে সেটাও বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত অজুহাতে সরকার জনগণকে ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যে, এসব মুসলিমদের সাহায্যের প্রয়োজন। অথচ এমন একটি সময় ছিল বলে দাবি করা হয়, যখন আমাদের দেশের এক কোটি জনগণ অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া আমরা এই বিষয়টিও অবহেলা করতে পারিনা যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ঘৃণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার তার পশ্চিমা প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে *"ভাগ করো, শাসন করো"* নীতির ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায়, যাতে এই উম্মাহ্'কে উপনিবেশবাদীদের সৃষ্ট মিথ্যা জাতীয়তাবাদী সীমানার মাধ্যমে বিভক্ত করে রাখা সম্ভব হয় এবং নিপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনদের পরিত্যাগের বিষয়টিকে মেনে নিতে তাদেরকে বাধ্য করা যায়।

হে মুসলিমগণ, আমাদের হৃদয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকার কর্তৃক বিষাক্ত জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার এই হীন চক্রান্ত প্রতিহত করুন। এই অশুভ ও অনিষ্টকর চিন্তা অমানবিকতার জন্ম দেয়, এবং আমাদের নিপীড়িত ভাই-বোনদেরকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া

অসহায় শরনার্থীদেরকে জাতি-রাষ্ট্রের ঝান্ডাধারী এই দালাল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী অপরাধী হিসেবে চিত্রায়িত করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুনকে উস্কে দিচ্ছে। অথচ এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও তার দুর্বৃত্ত সহযোগীদেরকেই বরং তাদের অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নির্বাসনে পাঠানো উচিত। এরা জাতি, বর্ণ ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে উম্মাহ্'কে বিভক্ত রাখার যেকোনো কৌশল অবলম্বনে পিছপা হবে না, বিশেষতঃ যখন তাদের প্রভুরা নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে রাশিদাহ্'র আসন্ন প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছে।

হে মুসলিমগণ, সাবধান! আমরা যদি জাতীয়তাবাদের শিকল ও ব্যাধি থেকে নিজেদের হৃদয়কে মুক্ত করতে না পারেন, এবং ঈমানদার ও নিপীড়িতদের একমাত্র ঢাল ও অভিভাবক খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ না করেন, তবে আমরা আল্লাহ্ আল-হাসিবকে (জবাবদিহিতার সম্মুখীনকারী) কি জবাব দেব, যখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে এসব অসহায় নারী ও শিশুদের সাহায্যের আবেদনে আমরা কিভাবে সাড়া দিয়েছিলাম? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

<الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ>

"এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই: সে তার উপর জুলুম করে না, কিংবা তাকে পরিত্যাগ করে না"

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ